পলিসি ব্রিফ
#১৫২/২০২৫
নভেম্বর ২০২৫

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনায় জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর একটি অগ্রাধিকার খাত। এখাতে সুশাসন নিশ্চিতে টিআইবি গবেষণা, অধিপরামর্শ ও নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে টিআইবি "বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১] গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন পর্যালোচনা করা এবং গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করা। এই গবেষণায় ২০০৩-২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলসমূহের বাস্তবায়নে সুশাসনের ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে।

এই গবেষণায় দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ঘোষিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে অর্থের চাহিদার বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশে বরাদ্দ করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাসমূহ যেমন, জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (অভীষ্ট ১৩) এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে অর্থায়নের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল উভয় উৎস থেকেই বরাদ্দ কম। বাংলাদেশের প্রতিবছর ১২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হলেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে ২০১৫-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে প্রতি বছর গড়ে ৮৬.২ মিলিয়ন ডলার অর্থ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যা প্রতি বছর প্রয়োজনের মাত্র ০.৭ শতাংশ। আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে বাংলাদেশকে তুলনামূলক অধিক ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বাংলাদেশের জন্য অনুমোদিত জলবায়ু অর্থের ৪৩.৬ শতাংশই ঋণ। অন্যদিকে ২০১৫-২০২৩ সময়কালে, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট (বিসিসিটি)-এর জন্য জাতীয় বাজেট থেকে বরাদ্দ প্রতি বছর গড়ে ৮.২ শতাংশ হারে হ্রাস পাচ্ছে।

এই গবেষণায় জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান নীতি ও পরিকল্পনার দুর্বলতাও চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট আইন, ২০১০ যুগোপযোগী নয়। এই পরিকল্পনা ও আইনের প্রতিপালনে বিবিধ ব্যত্যয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে তহবিল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধি বিধান ও নির্দেশনার অনুপস্থিত রয়েছে। জাতীয় তহবিলের ক্ষেত্রে বিসিসিএসএপি'র থিমভিত্তিক বরাদ্দের নির্ধারিত সীমা/সিলিং সংক্রান্ত নির্দেশনা অমান্য করা হয়েছে। বিসিসিএসএপি'র থিমের মধ্যে অবকাঠামো থিমের আওতায় আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণ, এবং প্রশমন থিমের আওতায় সৌর সড়ক বাতি স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রমে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিপদাপন্ন জেলায় তহবিল বরাদ্দে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তহবিল এবং প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিবিধ পক্ষের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং জবাবদিহির ঘাটতি বিদ্যমান। প্রকল্পের চাহিদা যাচাই, কার্যকরতা, ফলাফল ও মূল্যায়নে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগণ, আদিবাসী ও নারীদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি। তাছাড়া, নীতিনির্ধারকদের একাংশের যোগসাজশে বিসিসিটি তহবিলের কার্যক্রম ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে কম বিপদাপন্ন জেলায় অধিক প্রকল্প এবং অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের ব্যক্তিগত স্বার্থে অধিক সংখ্যক সৌর সড়ক বাতির প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, এসংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাবে যন্ত্রাংশের অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং সেই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, ২০১০-২০২৪ সময়কালে বিসিসিটি তহবিলে প্রাক্কলিত মোট দুর্নীতির পরিমাণ ২৪৮.৪ মিলিয়ন ডলার (২ হাজার ১১০.৬ কোটি টাকা) যা এই সময়ে তহবিলটি থেকে অনুমোদিত মোট অর্থের ৫৪.২ শতাংশ। এছাড়া, আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প বাস্তবায়নেও বিভিন্ন স্তরে অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র এই গবেষণায় উঠে এসেছে।

এখাতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্দেশ করে এটি দুর্নীতির নতুন একটি সুযোগ (রিহফড়ি) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এতে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন যেমন- ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ, অর্থ আত্মসাৎসহ বিবিধ অনিয়মের মাধ্যমে এ খাতে দুর্নীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণে চাহিদার তুলনায় নগণ্য জলবায়ু অর্থের ব্যাপক অপচয় হয়েছে। অন্যদিকে, এসব প্রকল্পের কার্যকরতার ঘাটতি সার্বিকভাবে এখাতে অর্থায়নকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। ফলে ভবিষ্যতে জলবায়ু খাতে অর্থ বরাদ্দ কমে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

সার্বিকভাবে এ খাতে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে সংশ্লিষ্ট জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিল, মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তরসমূহের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য টিআইবি নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে-

[১] গবেষণা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা) টিআইবির ওয়েবসাইটে; https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/7362 পাওয়া যাবে।

সুপারিশমালা

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ হালনাগাদ করে যুগোপযোগী করতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ট্রাস্ট ফান্ড এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি); বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি); বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
২.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ সংশোধন করতে হবে; ▪ বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের বিধান যুক্ত করতে হবে; ▪ ট্রাস্ট থেকে কমপক্ষে একজন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাকে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নসংক্রান্ত কারিগরি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ▪ আইনে ট্রাস্টের জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়ক ধারা সংযোজন করতে হবে; ▪ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল অর্জনে সক্ষম বা ট্রান্সফর্মেটিভ প্রকল্প গ্রহণেরজন্য প্রকল্প অর্থ বরাদ্দের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি করতে হবে; ▪ অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে দেশে প্রচলিত আইন, যেগুলো ট্রাস্টের জন্য প্রযোজ্য, তা সুনির্দিষ্ট করে ট্রাস্ট আইনে উল্লেখ করতে হবে; ▪ আর্থিক ও কারিগরি ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি'র কর্মকর্তাদের দায়িত্ব আইনে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে; ▪ দুর্নীতি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ, অংশীজনের অংশগ্রহণ, তহবিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য উন্মুক্তকরণ, পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন এবং নিয়মিত নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি); জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ মন্ত্রণালয়; বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি); বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৩.	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্টের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। রাজস্ব বাজেটের বাইরে ট্রাস্টকে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে। আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল, কার্বন ট্রেডিং, ক্লিন ডেভলপমেন্ট ম্যাকানিজমসহ বেসরকারি উৎস থেকে উ দ্ভাবনীমূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে হবে।	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি); অর্থ মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)
৪.	থিমভিত্তিক, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসভিত্তিক, এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে বিসিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত পথ নকশা প্রস্তুত করতে হবে। পথ নকশায় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে সেই অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি); অর্থ মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)
৫.	বিসিসিটির আওতায় স্বল্পমেয়াদি এবং ক্ষুদ্র প্রকল্প অনুমোদন পরিহার করতে হবে। প্রান্তিক এবং দুর্গম ঝুঁকিপূর্ণ জেলা, উপজেলা এবং স্থান, যেখানে সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় এমন স্থানে বিসিসিটি থেকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দিতে হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি)
৬.	বাংলাদেশে বাস্তবায়িত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা করার জন্য একটি পৃথক স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি); অর্থ মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি); বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি); বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭.	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জলবায়ু তহবিল কার্যকরভাবে পৌঁছানো নিশ্চিতে বিপদাপন্নতার সূচক এবং ভৌগোলিক/স্থানিক ঝুঁকিকে প্রাধান্য দিতে হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি); অর্থ মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি); বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি); অ্যাডাপটেশন ফর স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম (এএসএপি); অ্যাডাপটেশন ফান্ড (এএফ); বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ); ক্লিন টেকনোলজি ফান্ড (সিটিএফ); গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ এলাইয়েন্স (জিসিসিএ); গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফেসিলিটি (জিইএফ); গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ); লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিস ফান্ড (এলডিসিএফ); পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (পিপিসিআর); স্কেলিং আপ রিনিউয়েবল এনার্জি প্রোগ্রাম (এসআরইপি); ইউনাইটেড ন্যাশনস প্রোগ্রাম অন রিডিউসিং ইমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (ইউএন-রেড)
৮.	জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয় সমন্বয়ের জন্য ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে। সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসহ অংশীজন সমন্বয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি); অর্থ মন্ত্রণালয়; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি); বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯.	জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নে সংঘটিত বিবিধ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষকরে, অবকাঠামো ও সৌর সড়ক বাতিসংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের স্বাধীন তদন্ত করতে হবে।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি); অর্থ মন্ত্রণালয়; দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক); অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি); বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়